১৫ আগস্ট ১৯৪৭ : সাতান্নর গাথা

অসিতকুমার হালদার

[প্রখ্যাত শিল্পী অসিতকুমার হালদার (১৮৯০-১৯৬৪) সরকারি কর্মে অবসরান্তে গোমতী নদীর তীরে লখনউ শহরের এক প্রান্তে 'প্রান্তিকা' কুটিরে থাকতেন। স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম দিন ১৫ আগস্ট ১৯৪৭, সাতান্ন বছরের 'রঙের কবি' রঙতুলি হাতে না তুলে দেশের চিরমুক্তির আনন্দে একান্তে কলম তুলে নিয়ে মগ্ন হন কাব্যে স্মৃতিচারণায়। এ-যাবৎ অপ্রকাশিত এই 'সাতান্নর গাথা' আমরা পেয়েছি শিল্পীর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীগৌতম হালদার মহাশয়ের কাছ থেকে।—সঃ]

পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হয়ে
দেখি জরা
সাতান্নতে অতর্কিতে এসে
ঘূর্ণিকালচক্রে শ্বেত
ধরিল যে কেশে।
নিয়তির আনি নীতি
জীবনের বাকি দিন লয়ে
একে একে যাই আমি বয়ে।

***

ধরণীতে হেনকালে
ঊনচল্লিশ সালে
বজ্রহেন অকস্মাৎ
দ্বিতীয় এ-মহাযুদ্ধ আসে
ছ-বৎসর ব্যাপী চলে
দিবারাত্র কাটে কাল
সন্ত্রাসে ও ত্রাসে!
অপকার্যে নিয়োজিত
করিয়া বিজ্ঞানে
সুকৌশলে জার্মানিতে
হিটলার হেন যুদ্ধ আনে।
বিপুল সৈন্যের বলে
গড়ি নানা শস্ত্র প্রহরণ
ধরণীর শিক্ষাদীক্ষা
সংস্কার করিল হরণ!
সন্ত্রস্ত করিয়া যত
প্রতিবাসী রাজন্য সবে
শাসন অধীনে আনে
একে একে প্রবল গৌরবে!
জাপান, ইটালি আর
স্পেনে নিল চুক্তিতে বাঁধিয়া
এইভাবে হিটলার
মহীপতি হইবে ভাবিয়া
পাশ্চাত্যে মহাযুদ্ধে
আবরিল ধরা!
দেশে দেশে নগরীতে
এল যেন জরা
সন্ধ্যাদীপ নাহি জ্বলে
নিত্যকাজ করা নাহি চলে
রজনীতে পথ অন্ধকার
সাইরেন সংকেত তীব্র
স্নায়ুর বিকার
তারই সাথে বাজে বার বার।
গর্ত খুঁড়ি রচে ব্যূহ
রাখে বালুবস্তা ঘরে ঘরে
মূষিক বৃত্তিরে লয়ে
যত লোকে
ত্রস্ত ঢোকে আত্মরক্ষা তরে।
ব্যোমদেশে আনে শত্রু
বজ্র বোমা বোমারুতে করি
মার কোলে কাঁপে শিশু
শুনি রব জড়াইয়া ধরি!

সমর-সংহারে ধরা
এইবার বুঝি শেষ হবে
রসাতলে বিশ্ব-লোক যাবে
সকলেই সেই কথা ভাবে।
কুরুক্ষেত্র ক্ষীণ যুদ্ধ
সেকেন্দার যুদ্ধ বিমলিন
রাজ্যে রাজ্যে সংঘাতেতে
শান্তি ভাঙি যায় দিন দিন।

***

পাশ্চাত্যেরা যে মহান
খ্রিস্টধর্ম মানে
শত্রুরেও তাতে ক্ষমা
শিক্ষা দিতে জানে।
গির্জা পাহাড় হেন
ন্যায় ধর্ম শক্তি লয়ে বুকে
চার্চহিল ইংরাজ মন্ত্রী
যুদ্ধে মাতি গর্জি ওঠে রুখে!

***

পূর্বদিকে অবশেষে
রাখিবারে নিজ বশে
চিন সাথে অর্ধ বসুন্ধরা
রাজ্যলোভে ত্বরা
ভরি ক্ষোভে দুর্জয় জাপান
করি দিল যুদ্ধ অভিযান।
শাসক ইংরাজ যত
ভারতের ধনৈশ্বর্য
অন্নবস্ত্র, যুদ্ধশক্তি, আর জনবল
পুরবে পশ্চিমে ধায়
বায়ুযানে জলযানে
সংখ্যাতীত লইয়া সকল।
শীর্ণ কঙ্কালসার
করি দিল সোনার এ-দেশে
পুরবে পশ্চিম ভাগে
ইংরাজের বিপরীতে
দ্বিতীয় এ-মহাযুদ্ধ এসে।

***

এই মহাযুদ্ধখনে
হেরিলাম তেতাল্লিশ সালে
বিধাতা যা লিখেছিল
বঙ্গদেশ ভালে
মন্বন্তর মহামারি[১]—
অকালেতে সেথা ঘরে ঘরে
শতেকে পঁচিশ জন
একই কালে অন্নবিনা মরে!
কলিকাতা নগরীতে
দলে দলে দূর হতে
কঙ্কালেরে বহি আনে
মরে, তবু আসে
কোনও মতে!
'ফেন দাও—দাও ফেন—
নাহি অন্ন, মরি শিশু বুকে—
ধনী যারা দেখ ওগো
আছ এই নগরীতে সুখে!'
মূকবাণী বহে যেন
এইরূপ জীর্ণ দেহভারে—
জীবনের নিষ্ঠুরতা—
পথে ঘাটে দেখাইছে—
গিয়া তারা মরণের পারে!
দাম্ভিক শাসকদল
আর যারা
নিজ দেশে রহে পরবাসী
ঘৃণাভরে দেখেনাক
চলে যায় ক্রূর বক্র হাসি!
ইংরাজ শাসক কহে—
'রুটি শুধু খাবে সেই জন
আমাদের তরে যুদ্ধে
মরণেরে যে করে বরণ।'

***

দেশকর্মী নেতা যারা
যুদ্ধে কভু হয়নি সহায়
কারায় বিক্ষিপ্ত তারা
বন্ধ রহে অনির্দিষ্টতায়
মহাত্মা গান্ধীজী আর
জহরলাল তবে
ইংরাজ শাসক রহে
শঙ্কাকুল ভরে।
জাপান পুরব তটে
ব্রহ্মদেশ হতে উপনীত
ভারতের দ্বারদেশে
তারই তরে আরও তারা ভীত।

***

পিপীলিকা হেন মরে
সৈন্য বহু যুদ্ধ সাথে সাথে
বায়ুগতি বোমারুতে
ট্যাঙ্ক-টঙ্কা-বোমা-বজ্রাঘাতে।
পাশ্চাত্যে নগরীগুলি
বিমানঘাঁটির ডেরা যত
চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়

দেশে দেশে লক্ষ শত শত।
প্রাণী, জীব মানুষের
মৃত্যুছায়া কঙ্কালের স্তূপে
আনে ভীতি ধরণীতে
নরকের রূপে!
দম্ভ ক্রোধ বীভৎসের
তাণ্ডব অসুর
দন্তাঘাতে সৃষ্টি সব
সৌন্দর্যের করে দিল চূর!
দয়া, মায়া, করুণার
বাণী যাহা বুদ্ধ, খ্রিস্ট,
জনার্দন ঘোষে—
এ-ধরায় ভরিতে সন্তোষে,
হরিল সকল যেন
হিংসা ঘোর মীমাংসা না হয়
উচ্ছৃঙ্খল সবই দেখে
দিগ্‌ভ্রান্ত রয়!

***

যুদ্ধতরে বিজ্ঞান কৌশলে
রচে শত্রু যান কত
ওড়ে আর তারই সাথে
মাটি জলে চলে।
মৃত্যু-শস্ত্র বৈদ্যুতিক
অসম্ভব করিল সম্ভব
বেতার বার্তায় আরও
ওঠে কত মিথ্যা জনরব;—
বিজ্ঞাপিতে মিথ্যা যুক্তি,
শত্রুতায় বাড়াইল বলি
উভপক্ষ ভরি দিল
স্বরগের শুচিতারে
অনায়াসে দিয়া জলাঞ্জলি।
অর্ধেক ধরণী গ্রাসি
মাতে রণে জার্মান সৈনিক
একে একে গ্রাসি রাজ্য
ছেয়ে গেল যবে দশ দিক,
যুক্তরাজ্য সাথে যুক্তি
করি তারই যোগে ইংরাজে
ধরণীর শক্তি সব
এক করি যুদ্ধে পুন সাজে।

***

আরদিকে গেল দেখা
রুষে রুষ্ট করি হিটলার
জয়মত্ত, বিনাবাক্যে
করে দিল যুদ্ধ সাথে তার।
স্বল্প দিনে অর্ধ গ্রাসি
স্টালিনগ্রাডে আসি
ধ্বংসসুখে হল আগুয়ান।
পলায়নে শেষে প্রাণ
কোনওরূপে রাখে জার্মান।

***

প্রজাতন্ত্র, গণতন্ত্র রাষ্ট্রীয় বিপ্লব
একে একে রাজ্যে রাজ্যে
ঘটিল যে সব
তারই পরে হেরিলাম
গতযুদ্ধে রুশ রাজ্য
গেল ছারখারে—
মার্কসিস্ট-পন্থীরা শেষে
তুলে ধরে তারে—
কিষাণ-মজুর পন্থী
জনমনে দিল তবে সাড়া
অন্নবস্ত্র পায় সুখে
ধনকুবেরে সবে
তাড়াইল তারা।[২]
নববলে নবসৈন্য
করিল গঠন
রুশ নিজ শক্তি পায়
করিতে দমন
প্রবল জার্মান সৈন্যে

অসিতকুমার হালদার

দ্বিতীয় যুদ্ধেতে
বহুতেজে বজ্র হেন
বীর্য লয়ে মেতে!
স্তব্ধ সবে দেখে হারি
পলাতক হিটলার বীর
বিনাশের পথে ধায়
রহিতে না পারে আর স্থির।

***

যুক্তরাজ্য যোগে যুদ্ধে
ইংরাজের বল ফিরে আসে
ইটালির মুসোলিনী
পড়ে মারা তারই সর্বনাশে!
ধরণীর পূর্ব প্রান্তে
দুর্ধর্ষ জাপান
লোকক্ষয়ে নহে ভীত
যায় যাক প্রাণ
বর্মা, চিন, বহুদেশ করে অধিকার
তীব্র বেগে হয়ে আগুয়ান
ভারতের পরে রাখে
বুভুক্ষিত শ্যেনদৃষ্টি তার!

হেনকালে বিজ্ঞানের
গবেষণা সাধনার ফলে
বোমারুতে যুক্তদেশ হতে
দ্রুতগতি মারিবারে চলে,—
অণু-অগ্নি বজ্র ফেলি
গগনের অন্তরিক্ষে থাকি
ধূলিসাৎ করি দিল
হিরোসিমা আর নাগাসাকি।
মৃত্যুবাণে সঙ্কুচিত
করি দিল সাম্রাজ্যের তৃষা,
জাপানিরা অবহত
হল শান্ত,
তমো-অন্ধ ফিরে পেল দিশা!
চিরতরে পরাধীন
লাজ মান মাটিতে মিলায়
এবে দেখি নিজ হাতে
নিজ ধন অপরে বিলায়!

***

যুদ্ধকালে আরও দেখি
অলৌকিক ব্যাপার তখন
রাজদ্রোহী সুভাষের
রাজদৃষ্টি হতে পলায়ন,—
ব্রহ্মদেশে গিয়া পরে
আজাদির ফৌজ সংগঠন
দেশ উদ্ধার তরে
করি ঘোর সংকল্প পণ!
প্রথম স্বাধীন তারা
করে সবে গিয়া আন্দামানে
দেশকর্মী বহু যেথা
ছিল বন্দি লাজে অপমানে।
নেতাজীর 'জয় হিন্দ'—
ত্রিবর্ণের স্বাধীন পতাকা
ভারতের দূর দ্বীপে
হল সেথা উড়াইয়া রাখা।[৩]
আসামে ইম্‌ফলে আসি
দাসত্বের দৈন্য নাশি
দিল যুদ্ধ 'আজাদি' সৈনিক
ইংরাজের সাথে যুদ্ধ
দেশোদ্ধারে সতত নির্ভীক!

***

এইভাবে ঘটনার পর বহু
ঘটনার ছবি
চলে যায় প্রতিদিন
তারই মাঝে একচল্লিশে
অস্ত যান ভারতের রবি!
যে রবি-গীতির সুধা
বেদমন্ত্র গীতা সঞ্জীবনী
নবযুগে নবপ্রাণ
পেল যাতে প্রাচীনা ধরণী
তারই বীণা হল স্তব্ধ
বৈকুণ্ঠের আহ্বান আসি
যান সেথা,—মুহ্যমান
হল তাতে যত ধরাবাসী!
কবিবাণী হল সত্য
ইংরাজের যত অভিমান
অপমানে হতে হল
এবে দেখি সবার সমান।
দেশনেতা সবে যুদ্ধে
অসহযোগিতার কারণ
বেয়াল্লিশ সালে করে
বহুবিধ তার আন্দোলন।
মেদিনীপুরে বালিয়ায়
তাহাতে সরকার
রক্ত হিম হয়ে যায়
এইরূপ করে অত্যাচার!

***

যুদ্ধশেষে হীনবল
কুণ্ঠাভরা দৈন্য লয়ে তারা
দেশকর্মী জনে সবে
দিল মুক্তি, মুক্ত করি কারা!
তারপর একদিন
সম্রাটের প্রতিনিধি[৪]
ইংল্যান্ড হতে সুপ্রভাতে
স্বায়ত্ত শাসনভার
দিতে আসে নেতাদের হাতে।
একদেশবাসী হয়ে
দেশনেতাগণ মাঝে
এক দেশ ভাবে না যাহারা
বুদ্ধির বিপাকে পড়ি
পাকিস্তান চায় পেতে তারা।
অখণ্ড ভারতে করি
খণ্ড খণ্ড ভাগে
অকর্মের প্রচেষ্টায়
দলবাঁধি লাগে।
ষোলই আগস্ট মাসে
ছেচল্লিশে
তারা সবে মিলে
কলিকাতা নগরীতে
অত্যাচার শুরু করি দিলে!
টিকাতে আগুন লাগি
মারামারি চলে কাটাকাটি
ছোরাছুরি দাবানল
চলে তাতে মাথা ফাটাফাটি।[৫]
পাঞ্জাব প্রদেশে লাগে
বেহারেতে আর নোয়াখালি
জাতিক্রোধ বহ্নিশিখা
ক্রমে মৃত্যু আনে তাতে খালি।
মহামারি দুর্ভিক্ষের চেয়ে আরও
হল লোকক্ষয়
এইরূপে জাতিবাদী
'পাকিস্তান' করে নিল জয়।
ইংরাজ কৌশলবলে

দুই জাতি দলে দ্বন্দ্ব আনি
করাইল এইরূপ
কুক্কুরের মতো টানাটানি।
পাঞ্জাব বাংলায় ভাগ
বসাইল 'পাকিস্তান' করি
জয় হল এইভাবে
ভায়ে-ভায়ে বিরোধেতে ভরি।
হাজার বছর যারা
একসাথে ছিল মিলেমিশে
এ-ভারতে আর তারা
এক হয়ে মিলিবে গো কিসে
অহিংসার বাণী বয়ে
গান্ধি যান দেখি বঙ্গদেশে
জাতি কুল নিয়া হিংসা
ছন্নছাড়া ভাব সর্বনেশে
চান তিনি মিলাইতে
দিতে এই বৈরী করি নাশ
জীবনের শেষদিনে
বহি হৃদে এইটুকু আশ।

***

শুভ আর অশুভের
এই এক আশ্চর্য ঘটনা
পনরই আগস্টেতে
সাতচল্লিশে হইল রটনা
ইংরাজ স্বাধীন করি
ভারতেরে ছেড়ে চলে যাবে
সেই শুভদিনে সবে
চিরদিন তরে মুক্তি পাবে।
কালচক্রে আবর্তিয়া
শুভ এই দিন দেখি আনে
স্বাধীন পতাকা এক
ত্রিবর্ণের চক্র মাঝখানে।
হাজার বৎসর বহি
দাসত্বের কণ্টক মাথায়
নবযুগে মুক্তি পেয়ে
ভারতের লোক প্রাণ পায়।
ধর্মচক্র প্রবর্তিয়া
বুদ্ধে স্মরি অশোক নৃপতি
যে নীতি অহিংসা তাঁর
জানালেন প্রজাদের প্রতি
তারই যেন সূত্র পুন
পেল সবে স্বাধীনতা দিনে
আপনার পরিচয়
পায় তারা নবরূপে চিনে।

***

অন্যদিকে গৃহে মোর
পুত্র অতীশ[৬] গেল
মহাযুদ্ধে—দিয়া যোগ
কোথা নিরুদ্দেশ
গেল কেটে দাসত্বের
সাথে সাথে কাল যাহা
ছিল অবশেষ।
স্নেহশীলা ভগ্নী নীলা[৭]
গত এবে, ভগ্ন মোর গেহ
বিপদে আপদে সাথে
সাথি নাই কেহ!
একে একে কন্যাদের
সৎপাত্রে সম্প্রদান এখন করিয়া
শহরের প্রান্তভাগে
আছি এই প্রান্তিকাতে
কুটির বাঁধিয়া।
আশীর্বাদ রাঁচি হতে
পেয়ে থাকি সর্বদা পিতার
সকল বিপদ মাঝে
পাই বল ভরসায় তাঁর।
সমবয়সিরা সব
এ-বয়সে কাছে কেহ নাই
ইহলোক হতে গত
অনেকেই এবে দেখি
যারে আমি চাই।
বৈবাহিক রূপে পেয়ে
পুরাতন সৌরীন[৮] বান্ধবে
হইলাম উৎসাহিত তবে।
ঋতুসংহার আর
মেঘদূত দুটি কাব্যগীতি
রত্নাবলী, রাজগাথা
মৃচ্ছকটিকেরে লয়ে
পদ্যে গাঁথি লিখি নিতি নিতি
মানস মুকুরের হেরি[৯]
মানসকন্যার আপনার
কাব্যে গাঁথি সাধ মোর—
বাঁধিবারে অলৌকিক
রূপ কল্পনার।
তারই সাথে চিত্রকলা
অঙ্কনের চর্চায় থাকি
স্বার্থ দ্বন্দ্বপরায়ণ
সখ্য বৈরী দূরে সব রাখি—
গীতার সঙ্গীত[১০] এবে
ভুলাইছে অনিত্য স্বপন
অহংকার, আকাঙ্ক্ষার—
আছে যাহা সদা নিত্যধন
সম্ভোগের স্পৃহাশূন্য
গীতাবাণী জাগাই প্রাণে
অচিন্ত্য অপূর্বতর
সর্বভূত অতীত যে-গানে
ওপারে বাজিছে শঙ্খ
নিঃশব্দের পুলিন ব্যাপিয়া—
যে-উৎসাহ অঙ্কুরেতে
থাকে সদা সৃজনেরে নিয়া
তারই যেন পাই দেখা
জীবনেতে একা একা
সুদূর গগনে ভাসে

পট যবনিকা
সাগরে মিলায় বিন্দু
প্রদীপে লুকায়ে থাকে শিখা।
প্রশান্ত শান্তির কোলে
নিত্যবস্তু দেখি দোলে
অফুরন্ত স্পন্দনের
ব্যাপকতা লয়ে
সৃষ্টি, স্থিতি সব কিছু
অন্তরেতে রয়ে
বায়ু, অগ্নি, জল, ব্যোম
যাক আয়ু যেথা যেতে চায়
বিদ্যুৎ গগনে ভাসে
গগনে মিলায়
ক্ষতি কিবা তায়?

টীকা

১। ১৯৪৩ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন ব্রিটিশ সরকার ও এদেশীয় ভূস্বামীদের নির্মমতায় সৃষ্ট অবিভক্ত বাংলার কৃত্রিম ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। মৃত শিশু কোলে মায়ের ফেন চাওয়ার আর্তি পাঠে অন্তর্বেদনায় শিল্পীর সৃষ্টিশীলতা রুদ্ধ হয়েছিল।

২। প্রথম মহাযুদ্ধকালীন ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বলশেভিক আন্দোলনে জার সম্রাট নিকোলাসের পতন ও হত্যা, কৃষক অভ্যুত্থান ও সেদেশে জার অনুগত ধনকুবেরদের দেশত্যাগ—যাদের মধ্যে ছিলেন হিমালয়প্রেমী শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত, কুলু উপত্যকা নিবাসী জগদ্‌বরেণ্য শিল্পী নিকোলাস রোয়েরিখ (১৮৭৪-১৯৪৭) পরিবার।

৩। ১৯৩৯ সালে দেশত্যাগ করে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু জার্মানি, জাপান হয়ে সেদেশের ভারতীয় যুদ্ধবন্দিদের এবং আন্দামানে দ্বীপান্তরিত সহিংস স্বাধীনতা সংগ্রামী বন্দিদের মুক্ত করে গড়ে তুললেন আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈন্যদল। তাঁরা জাপানের সহায়তায় ২৯ ডিসেম্বর ১৯৪৩ আন্দামানে উপনীত হয়ে উত্তোলন করলেন চরকাচিহ্নিত ত্রিবর্ণ পতাকা। আজাদ হিন্দ দপ্তর স্থানান্তরিত হল সিঙ্গাপুরে ১৯৪৪ সালের ২১ জানুয়ারি। সেখানে ২১ অক্টোবর অখণ্ড ভারতবর্ষের ঘোষিত প্রধান হয়ে নেতাজী উত্তোলন করেন সার্বভৌম ভারতবর্ষের পতাকা—'জনগণমন'র সুরে আজাদ হিন্দ বাহিনীর দুই সৈনিকের রচিত 'শুভ সুখ চৈন কী বরখা বরষে' গানের মন্দ্রিত সুরে।

৪। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ সম্রাটের প্রতিনিধি লর্ড মাউন্টব্যাটেন (১৯০০-১৯৭৯) হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিভাজন উস্কে ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করে স্বাধীনতার প্রস্তাব দেন নেতাদের কাছে।

৫। সে-বছরেই ঘটে ভয়াবহ কলকাতার দাঙ্গা।

৬। শিল্পীর দ্বিতীয় পুত্র অতীশ হালদার (১৮২৩-?) কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পাঠান্তে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যোগদান করে নিখোঁজ হয়েছিলেন, যাঁর বিয়োগব্যথা আজীবন বয়ে বেড়িয়েছেন শিল্পী।

৭। স্বাধীনতার প্রাক্‌কালে প্রিয় ভগিনী নীলা চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু শিল্পীকে ব্যথাতুর করেছিল।

৮। তাঁর সহৃদয় বন্ধু, বৈবাহিকসূত্রে জড়িত সুসাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের (১৮৮৪-১৯৬৬) সঙ্গে আজীবন তাঁর সৌহার্দ্য বজায় ছিল।

৯। লখনউ সরকারি আর্ট স্কুলে অধ্যক্ষতাকালীন কালিদাসের ঋতুসংহার ও মেঘদূত কাব্য তিনি বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। মানস-মুকুর শিল্পীর কল্পনা-আশ্রিত রেখাঙ্কনে সচিত্র কাব্যগ্রন্থ, ১৯৫৩ সালে ইন্ডিয়া প্রেস, এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত হয়।

১০। ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত তাঁর শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা কাব্যানুবাদ তিনি মহাত্মা গান্ধিকে উৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু গ্রন্থটি গান্ধিজীর হাতে পৌঁছনোর আগেই তিনি নিহত হন।